প্রথম আলো

তারিখ 07 APR 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ

ছাত্রলীগের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, পাঁচ নেতা কর্মীসহ আহত ১০

বগুড়া প্রতিনিধি ●

বগুড়ায় শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজে (শজিমেক) ছাত্রলীগের দুটি পক্ষের মধ্যে গতকাল রোববার সংঘর্ষে পাঁচ নেতা-কর্মীসহ অন্তত ১০ জন আহত হন। গুরুতর আহত সাতজনকে একই কলেজের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

তবে ছাত্রলীগের কলেজ শাখার সভাপতি আকুল খায়ের মো. মিরাজ দাবি করেন, ছাত্রলীগের দুটি পক্ষে নয়, কলেজে চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন নিয়ে জ্যেষ্ঠ একটি ব্যাচের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কনিষ্ঠ একটি ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বিরোধ মেটাতে গিয়ে ছাত্রলীগের নেতাদের ওপর হামলা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, কলেজ শাখা ছাত্রলীগের কমিটির মেয়াদ শিগগির শেষ হচ্ছে। নতুন কমিটির পদ ভাগাভাগি নিয়ে কয়েক দিন ধরেই সংগঠনের দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা চলছিল। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও তাঁদের বিরোধ রয়েছে। এর মধ্যে কলেজে চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজনে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নিয়ে গতকাল দুপুর থেকে দুই পক্ষ মুখোমুখি অবস্থান নেয়। বিকেল চারটার দিকে কলেজ মিলনায়তনে একে অপরের ওপর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একপর্যায়ে সংঘর্ষ পুরো ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে যায়। মিলনায়তনে হামলা, ভাঙচুর চালান

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৮

দুই পক্ষে সংঘর্ষ

শেষ পৃষ্ঠার পর

ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। খবর পেয়ে পুলিশ ক্যাম্পাসে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আবদুর রশিদ মৃধা জানান, সংঘর্ষের ঘটনায় সাতজন জরুরি বিভাগে ভর্তি হয়েছেন।

আহত নেতা-কর্মীরা হলেন কলেজ ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ওভাশীষ ত্রিপাটি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অমীয় প্রকাশ ঘোষ, পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক শাহিনুজ্জামান রাসেল, কর্মী স্টিফেন সাগাল, মুং ও আলভী আহম্মেদ। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া অন্য দুজন হলেন তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী তানভীর আহম্মেদ ও শাহিনুজ্জামান।

কলেজের অধ্যক্ষ এ কে এম আহসান হাবিব বলেন, কলেজে সব ধরনের ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ রয়েছে। তাই এ ঘটনাকে রাজনৈতিক রূপ দেওয়া ঠিক হবে না। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে প্রাজ সোমবারের মধ্যে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে দেওয়া হবে।

বগুড়ার পুলিশ সুপার মো. মোজাম্মেল হক বলেন, ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ক্যাম্পাসে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।